# রোগ ও অকালমৃত্যু হ্রাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করুন

বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। এছাড়া গণপরিবহন, বিভিন্ন জনসমাগমস্থল ও বাসাবাড়িতে প্রায় ৮ কোটি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হয় (*গ্যাটস ২০১৭*)। তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে বছরে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করছে *(টোব্যাকো এটলাস ২০১৮)*। পাশাপাশি তামাকজনিত রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর ৩০,৫৭০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে (*বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ২০১৮*)।[১]

**"জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার : বিরোধীতা করছে তামাক কোম্পানিগুলো।"**

তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যু কমাতে সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' প্রণয়ন করেছে। ফলে ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল সময়ে তামাক ব্যবহার ৮ শতাংশ কমে আসে। তবে, ২০৪০ সালে দেশে তামাক ব্যবহার নির্মূল তথা ০৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এ আইন আরো শক্তিশালী করা হলে দেশের মধ্যবয়সী এবং তরুণদের মাঝে তামাক ব্যবহার বহুলাংশে কমে আসবে। যাতে তামাকজনিত রোগ ও অকালমৃত্যু হ্রাস পাবে। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যহত করতে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। 'পলিসি ব্রিফ'-এ আইনকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্য সুফল ও তামাক কোম্পানির মিথ্যাচারগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

## বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশীল করা কেন জরুরি ?

পুরাতন ধূমপায়ীদের শুন্যস্থান পূরণে তামাক কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য কিশোর ও তরুণরা। তামাকের মতো ক্ষতিকর নেশায় তরুণদের আকৃষ্ট করতে তামাক কোম্পানিগুলো আইন লঙ্ঘণ করে নিত্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করে। তাই বিদ্যমান আইনকে যুগোপাযোগী করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আলোকে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ঘোষণা অনুযায়ী আইনটি দ্রুত সংশোধন করা জরুরি।

## বিদ্যমান আইনে দুর্বলতা এবং আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

**১। পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে 'ধূমপানের স্থান'**

**২। তামাকজাত দ্রব্যের চতুর ও কৌশলী প্রচারণা**

**৩। তামাক কোম্পানির 'সিএসআর' কর্মসূচি**

**৪। খুচরা ও খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়**

**৫। মোড়কের ভিন্ন সাইজ ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দুর্বল বাস্তবায়ন**

**৬। ই-সিগারেট, ভেপিংসহ ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টস্**

**৭। প্যাকেট, মোড়ক ও কার্টুনে উৎপাদনের তারিখ না থাকা**

**৮। লাইসেন্স বিহীন যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়**

[1] https://tobaccoatlas.org/the-cost-of-tobacco-use-is-enormous-in-bangladesh-and-it-is-rising/

| পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের পরিধি বৃদ্ধি এবং ধূমপান এলাকা বাতিলের প্রস্তাবনা | প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল |
|---|---|
| **ধারা-২(চ)-তে পাবলিক প্লেস এর সংজ্ঞায় বিদ্যমান পাবলিক প্লেসসমূহের পাশাপাশি সকল ধরনের রেস্টুরেন্ট, খাবার, চা-কফি ও পানীয়ের দোকান, হোটেল-মোটেল এবং উপরল্লিখিত সকল স্থানের সম্পূর্ণ সীমানা, সকল ধরনের পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি যুক্ত এবং ধারা ২(ছ) তে 'পাবলিক প্লেস' এর সংজ্ঞায় বিদ্যমান যান্ত্রিক যানের পাশাপাশি অযান্ত্রিক যান যুক্ত করা।**<br><br>**পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে 'ধূমপানের স্থান' (বিদ্যমান আইনের ধারা-৭) বিলুপ্ত করা।** | ■ বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭,০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে কেউ ধূমপান করলে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, যা জনসাধারণ ও কর্মীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা দেয় না। তাই সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ধূমপান এলাকা'র বিধান বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।<br>■ বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া হতে অধূমপায়ীদের সুরক্ষার জন্য পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি। বিশেষ করে, পরিবার নিয়ে খাবার ও সামাজিক যোগাযোগের স্থান হিসেবে 'রেষ্টুরেন্ট' গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেস। তাই সকল ধরনের রেস্টুরেন্টকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুরি। গবেষণায় দেখা যায়, কর্মক্ষেত্র, রেস্তোরাঁসহ পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত হলে কর্মীদের হৃদরোগের ঝুঁকি ৮৫% হ্রাস পায়, শ্বাসতন্ত্র ভালো থাকে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে যায়।<br>■ পাবলিক প্লেস ও পরিবহন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত হলে নারী-শিশুসহ ৪ কোটির বেশি অধূমপায়ী পরোক্ষ ধূমপান হতে রক্ষা পাবে। উল্লেখ্য, এফসিটিসি'র ধারা ৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ১-এ পাবলিক প্লেসকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের ৬৯টি দেশে আচ্ছাদিত পাবলিক প্লেসে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও ৪২টি দেশ বিমানবন্দরে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।<br>■ মহামান্য আপীল বিভাগ সিভিল আপীল নং ২০৪-২০৫/২০০১ (তারিখ: ০১/০৩/১৬) রায়ে বলা হয়েছে, পাবলিক প্লেস বা পরিবহনের অভ্যন্তরে ধূমপান না করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।<br>■ ২০২১ সালে ১৫২ জন মাননীয় সংসদ সদস্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর চিঠি লিখে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকা" বাতিলের অনুরোধ করেছেন।<br><br>☞ সিগারেট কোম্পানিগুলো রেষ্টুরেন্টগুলোতে নিজেদের অর্থে ধূমপানের স্থান করে দিচ্ছে, যেখানে কিশোর-তরুণেরা ধূমপান ও অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্য সেবন করে। আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষায় এ প্রবণতা বন্ধ করা জরুরি। |
| **পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে সব ধরনের তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা** | **প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **ধারা ৪(১) এ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপানের পাশাপাশি সকল ধরনের ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন/ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।** | ■ বাংলাদেশে ২০.৬% (২ কোটি ২০ লক্ষ) মানুষ পানের সঙ্গে জর্দা ও সাদাপাতা এবং মাড়িতে গুল ব্যবহার করে। পানের সাথে জর্দা/সাদাপাতা সেবনকারীরা যত্রতত্র পানের পিক ও থুতু ফেলে। এতে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয় এবং যক্ষা, কোভিড-১৯সহ সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, পানের পিক ফেলার কারণে পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের সৌন্দর্যহানি ঘটে। তাই সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা জরুরি। |
| **তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবনা** | **প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **'তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানে বিদ্যমান ক্ষেত্রসমূহের সাথে-**<br>- **ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ওয়েব সিরিজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিনোদন মাধ্যমগুলো যুক্ত করা প্রয়োজন।** | ধূমপায়ীদের অধিকাংশই বয়:সন্ধিকালে (কিশোর) বয়সে ধূমপান শুরু করে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞাপনের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়[২],[৩]। নিকোটিন আসক্তি দ্রুত দেখা দেয়, এমনকি তারা যদি অনিয়মিতভাবেও ধূমপান করে[৪],[৫]। তাই তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।<br>■ বাংলাদেশে ৪৯% জনগোষ্ঠি বয়সে তরুণ। ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত ওয়েব সিরিজগুলোতে ধূমপানসহ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের দৃশ্য দেখিয়ে তরুণ প্রজন্মকে তামাক সেবনে উদ্বুদ্ধ করে।<br>■ ওটিটি, ওয়েব সিরিজসহ যে কোন মাধ্যমে ধূমপান ও তামাক সেবনের দৃশ্য এবং তামাকজাত পণ্য ও তামাক কোম্পানির ব্র্যান্ড প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হলে এ সকল মাধ্যমে প্রচারিত সব ধরনের চলচ্চিত্র, নাটকসহ যে কোন অনুষ্ঠানে ধূমপান ও তামাক সেবনের দৃশ্য বন্ধের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। |

[২] Pollay RW et al. The last straw? Cigarette advertising & realized market shares among youth & adults,1979-1993.*Journal of Marketing,*1996, 60:1-16.
[৩] Hoffman BR et al. Perceived peer influence and peer selection on adolescent smoking. *Addictive Behaviours,* 2007, 32:1546–1554.
[৪] DiFranza JR et al. Symptoms of tobacco dependence after brief intermittent use: the development and assessment of nicotine dependence in youth-2 study. *Archives of Pediatric and Adolescent Medicine,* 2007, 161:704–710.
[৫] Panday S et al. Nicotine dependence & withdrawal symptoms among occasional smokers. *Journal of Adolescent Health,*2007, 40:144-150.

| | |
|---|---|
| **-বিদ্যমান আইনের ধারা-৫(৩) এ সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (Corporate Social Responsibility) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা** | ▪ 'ধনী, দরিদ্র, নিরক্ষর, শিক্ষিত–সব পর্যায়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা খুবই কার্যকর'[৬]।<br>▪ তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা। তামাকজনিত ক্ষয়-ক্ষতি ধামাচাপা দিতে ও তামাক কোম্পানির ইমেজ তৈরির জন্য 'সিএসআর' এর নামে লোক দেখানো কাজ করে। ফলে সিএসআর বন্ধ হলে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ, যোগাযোগ ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।<br>▪ ইনিশিয়েটিভ ফর হেলথ রিসার্চ এন্ড কমিইনিকেশন (আইপিএইচআরসি) এর গবেষণায় দেখা যায়, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনীর সময়ে কোম্পানিগুলো কৌশলে সিএসআর কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। ২০১১ - ২০২০ সময়কালে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি বিএটি'বি সিএসআর খাতে ৬২কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ইসলামী ব্যাংক মাত্র ৬ মাসেই ৯৪কোটি টাকার সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করে। অথচ, প্রচার-প্রচারণা দিক থেকে তামাক কোম্পানি অনেক এগিয়ে। তাদের লক্ষ্য তামাকের ক্ষতি আড়াল করে ইমেজ তৈরি করা।<br>▪ তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ কমলে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন, নীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া গতিশীল হবে। এছাড়া তামাক কোম্পানির প্রচার ও ব্যবসা প্রসারের ধূর্ত কৌশল উন্মোচিত হবে। তামাকের প্রকৃত ভয়াবহতা সামনে আসবে। বিশ্বে ৬২টি দেশ তামাক কোম্পানির সিএসআর নিষিদ্ধ করেছে। |
| **আইনে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) সকল তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।** | ▪ সিগারেটের খালি প্যাকেট, ব্রান্ডের রং ও ডিজাইন সম্বলিত শোকেস/ক্যাশ বক্স, ষ্টিকার, মূল্য তালিকা সাজিয়ে বিক্রয়স্থানে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা তামাক কোম্পানির একটি সূক্ষ কৌশল। বিজ্ঞাপন প্রচারের অন্যতম কৌশল হিসেবে তারা তামাকপণ্যের প্যাকেটকে বেছে নিয়েছে।<br>▪ বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে তামাকজাত দ্রব্য শিশুদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে খাদ্য পণ্য যেমন: চকলেট এর সাথে রাখা হয়। যা শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তরুণ, শিশু-কিশোরদের ধূমপান হতে বিরত রাখতে আমাদের দেশেও বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ডসহ ৫০টি দেশে বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ। |
| **সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বড় করা** | **প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **ধারা-১০ এ বিদ্যমান অংশের সঙ্গে 'সকল ধরনের প্যাকেট, বস্তা' যুক্ত করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের স্থান ৫০% এর স্থলে ৯০% এ উন্নীত করা।** | তামাক ব্যবহারের ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে বৃহৎ আকারে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। সতর্কবাণী যত বড় হবে, এর কার্যকর প্রভাব ততই বেশি। তামাকের প্যাকেট/মোড়ক যারা দেখে, তাদেরকে সরাসরি তামাকের ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য দেয়া যায়[৭]।<br>▪ দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে সবচাইতে ছোট আকারে (৫০%) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হয়। ভারতে যা ৮৫%, নেপালে ৯০%। বড় আকারের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা নতুনদের মধ্যে তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত এবং বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের তামাক ছাড়তে উৎসাহিত করে।<br>▪ বিশ্বে ৮৩টি দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০ শতাংশের বেশি পরিমাণে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে।[৮] অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ ১৭টি দেশে তামাকের প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তন করেছে।[৯] |
| **নতুন প্রস্তাবনা** | |
| **খুচরা ও খোলা তামাকজাত বিক্রয় নিষিদ্ধের প্রস্তাবনা** | **সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে খুচরা ও খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে।** | ▪ কিশোর ছাত্ররা টিফিনের টাকায় সিগারেট কিনে। দরিদ্রদের নাগালের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য। ভোক্তা পর্যায়ে প্যাকেটের মূল্যের চাইতে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করে কোম্পানি ও বিক্রেতারা।<br>▪ খোলা ও খুচরা বিক্রয়ের ফলে জর্দা, গুল ও সাদাপাতা থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব হারাচ্ছে।<br>▪ বিশ্বের ১১৮টি দেশ (মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি) সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা ছোট প্যাকেট বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।<br>▪ খুচরা বিক্রি বন্ধ হলে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। কিশোর-তরুণ-যুবক, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে তামাক সেবন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমবে। বিদ্যমান তামাকসেবীরা নিরুৎসাহিত হবে। |

[6] Borland RM. Advertising, media & the tobacco epidemic. In: *China tobacco control report*. Beijing, Ministry of Health, People's Republic of China, 2007 (http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/reports_articles/2007%20China%20MOH%20Tobacco%20Control%20Report.pdf)
[7] WHO. *Tobacco warning labels. Factsheet No. 7*. Geneva, Framework Convention Alliance for Tobacco Control, 2005
[8] WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: addressing new and emerging products; 2021. Table 6.5
[9] WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: addressing new and emerging products; 2021. Page 74 (reports available @https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021)

| ই-সিগারেট নিষিদ্ধের প্রস্তাবনা | সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল |
|---|---|
| **ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিষ্টেম, ইত্যাদি আমদানি, রপ্তানি, প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ করতে হবে।** | ▪ 'ই-সিগারেট' থেকে নিকোটিন আসক্তি জন্মায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তরুণদের আকৃষ্ট করতে ই-সিগারেটে বিভিন্ন ফ্লেভার ব্যবহারের মাধ্যেমে ক্ষতিকর এই পণ্যের বাজার বিস্তৃত করছে। তামাক কোম্পানিগুলোর মিথ্যা প্রচারণায় তরুণরা ই-সিগারেটকে আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করছে।<br>▪ মহামান্য আপীল বিভাগ সিভিল আপীল নং ২০৪-২০৫/২০০১, (তারিখ: ০১/০৩/১৬) রায়ে বাংলাদেশে যৌক্তিক সময়ে তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। একই রায়ে দেশে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের নতুন কোন কোম্পানি অনুমোদন না দেওয়া এবং বিদ্যমান তামাক কোম্পানিগুলো অন্য দ্রব্য উৎপাদনের সহযোগিতার নির্দেশনা প্রদান করেছে। এমতবস্থায়, এ ধরনের স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করা প্রয়োজন।<br>▪ ১৫৩ জন মাননীয় সংসদ সদস্য ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত বিশ্বের ১০৯টি দেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।[১০] বাংলাদেশে ই-সিগারেটের ব্যবহার ভয়াবহ পর্যায়ে যাওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রণ জরুরি। |
| **তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে 'লাইসেন্স' প্রচলন** | **সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **আইনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, বিপণনে বাধ্যতামূলকভাবে 'লাইসেন্সিং ব্যবস্থা' প্রচলন করতে হবে।** | ▪ সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায় দেশে তামাক ব্যবহারের হার বেশি। যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধে দেশের বিভিন্ন পৌরসভা তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়ে লাইসেন্স প্রদান শুরু করেছে। এ বিধান স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে।<br>▪ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুসারে যে কোন ধরনের ব্যবসার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।<br>▪ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কেন্দ্রকে লাইসেন্স এর আওতায় আনা হলে তামাকের সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতা হ্রাস পাবে এবং সার্বিকভাবে তামাক সেবনের হার কমে আসবে।<br>▪ বর্তমানে ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর আছে। এছাড়া ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং নেপালেও লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। |
| **স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক ও গায়ে উৎপাদনের তারিখ** | **সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য সুফল** |
| **তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদন তারিখ যুক্ত করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড মোড়কীকরণ নিশ্চিত করা।** | ▪ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রতি ৩মাস পরপর পরিবর্তন করা বাধ্যতামূলক হলেও তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত এ আইন লঙ্ঘণ করে চলেছে। উপরন্তু, তামাক বিরোধী সচেতনতায় কার্যকর সতর্কবাণীগুলো তামাক কোম্পানি এড়িয়ে চলে। সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান সংক্রান্ত আইনের ধারা বাস্তবায়ন নিশ্চিতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদন তারিখ প্রদান করা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন মোড়কজাত পণ্যে উৎপাদন তারিখ প্রদান করা হয়।<br>▪ তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সাইজের মোড়ক/প্যাকেটে তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত করে। জর্দা-গুল-বিড়ির প্যাকেট সাইজ ছোট হওয়ায় আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা যাচ্ছে না। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ২০ শলাকার বিড়ি সিগারেট ও ২০ গ্রামের জর্দা-গুলের মোড়ক ব্যতিত তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে।<br>▪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর অনুচ্ছেদ ১১-তে তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ের সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্বের ২৪টি দেশ তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং চালু করেছে। এশিয়ায় থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মিয়ানমার এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছে।[১১] |


মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)

১৫/এ, গ্রীণস্কয়ার, গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫। বাংলাদেশ

ফোন: ০২ ২২৩৩৬১৪৭২, মোবাইল: +৮৮ ০১৮১৯২১২৬৭৮

ইমেইল: manasbd1989@gmail.com, prof.arupratanchoudhury@yahoo.com | ওয়েবসাইট: www.manasbangladesh.org

www.facebook.com/manasbd1989 | www.youtube.com/@manas-associationforthepre2523


[10] https://www.globaltobaccocontrol.org/en/policy-scan/e-cigarettes/countries?country=263

[11] SEATCA Tobacco Packaging and Labelling Index: September 2022